(জ) করণের বিশিষ্ট বিভক্তি [- এঁ] সপ্তমীর সঙ্গে অভিন্ন হওয়ায় করণেও [- তেঁ - তে, এতেঁ] বিভক্তি দেখা গেল। যেমন — সাদেঁ (< শব্দেন), বোহেঁ (< বোধেন), মতিএঁ (< মন্ত্রি + এন), সুখদুখেতেঁ (< সুখদুঃখ + -এ + -ত + -এন)।

(ঝ) সংস্কৃত বহুবচন থেকে আগত 'আম্হো' 'তুম্হো' পদ দুটি একবচনেও ব্যবহৃত হতে লাগল, যদিও প্রাচীন একবচন 'হউঁ' তখনও লুপ্ত হয়নি। উত্তমপুরুষ সম্বন্ধপদ 'মো' (< মম) কর্তা কারকেও ব্যবহৃত হত।

(ঞ) কর্তৃকারক ছাড়াও অন্যান্য কারকের অর্থে বিবিধ পদ অনুসর্গরূপে ব্যবহৃত হত। যেমন — তঁই বিনু, তোহোর অন্তরে, দিআঁ চঞ্চালী।

(ট) কর্মভাব-বাচ্যে ক্রিয়াপদে অতীতকালে [-ই,-ইল] এবং ভবিষ্যৎ কালে [-ইব]বিভক্তি যুক্ত হত। ক্রিয়া সকর্মক হলে কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি এবং অকর্মক হলে প্রথমা বিভক্তি যুক্ত হত। কর্তা স্ত্রীলিঙ্গ হলে ক্রিয়াপদে স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত হত। যেমন- 'চলিল কাহ্ন', 'মই ভাইব' কিন্তু 'লাগেলি আগি'।

(ঠ) বাংলা ছাড়া অন্যত্র প্রায় দেখা যায় না এখন বিশিষ্ট প্রয়োগ চর্যাগীতিতে সুলভ। যেমন- থির করি (স্থির করিয়া), গুণিয়া লেহু (গুণিয়া লই), দুহিল দুধু (দোহা দুধ)।

মধ্য বাংলা

মধ্যস্তরের বাংলা ভাষার দুটি সুস্পষ্ট উপস্তর দেখা যায়, আদিমধ্য এবং অন্ত্যমধ্য। আদিমধ্য বাংলার স্থিতিকাল আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, অন্ত্যমধ্য বাংলার সময়কাল ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত।

[১] আদিমধ্য বাংলার প্রধান বিশেষত্ব

(ক) আ-কারের পরস্থিত ই-কার ও উ-কার ধ্বনির ক্ষীণতা এবং পাশাপাশি দুই স্বরধ্বনির স্থিতি। যেমন— বড়াই > বড়া^{ই}, আউলাইল > আ^{উ} লা^{ই}ল।

(খ) মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতা লোপ অথবা ক্ষীণতা অর্থাৎ 'হ্ন (নহ্)> ন' এবং 'ম্হ (ম্হ)> ম' যেমন— কাহ্ন > কান, আম্হি > আমি।

(গ) [রা] বিভক্তির যোগে সর্বনামের কর্তৃকারকের বহুবচনের পদ সৃষ্টি। যেমন- আম্হারা, তোম্হারা, তারা।

(ঘ) [-ইল] অন্ত অতীতের এবং [-ইব] অন্ত ভবিষ্যতের কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ। যেমন—মো শুনিলোঁ, মোই করিবোঁ।

(ঙ) প্রাচীন (-ইঅ-) বিকরণ-যুক্ত কর্মভাব-বাচ্যের ক্রমশ অপ্রচলন এবং 'যা' ও 'ভূ' ধাতুর সাহায্যে যৌগিক কর্মভাব-বাচ্যের সমধিক প্রচলন । যেমন-

'সে কথা কহিল নয়'।

(চ) অসমাপিকার সঙ্গে 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক ক্রিয়াপদ গঠন। যেমন— লইছে > লই + (আ)ছে, রহিলছে > রহিল + (আ) ছে (= রহিয়াছে)।

(ছ) বক্তার প্রাতিমুখ্য ও আভিমুখ্য বোঝাতে 'গিয়া'ও 'সিয়া' (< আসিয়া), এই দুই অসমাপিকার ক্রিয়াপদে অনুসর্গরূপে ব্যবহার। যেমন— দেখ গিয়া > দেখ-গে, দেখ, সিয়া > দেখ-সে।

(জ) ষোড়শ মাত্রিক পাদাকুলক- পজ্ঝটিকা থেকে চতুর্দশাক্ষর পয়ারের বিকাশ।

অন্ত্যমধ্য বাংলার প্রধান বিশেষত্ব

(ক) অন্ত্যস্বরের লোপ এবং মধ্যস্বরের লোপ প্রবণতার ফলে দ্বিমাত্রিকতা দেখা দিল। এতে ধ্বনিপদ্ধতি সরল হল। এই সরলতা নিম্ননির্দিষ্ট ধারায় ঘটেছে—

(i) পদান্তে একক ব্যঞ্জনের পরবর্তী অ-কারের লোপ। যেমন- রাম্, কিন্তু গোবিন্দ।

(ii) আদি অক্ষরে শ্বাসাঘাতের ফলে মধ্যস্বরের লোপ। যেমন- হল্দি, গাম্ছা।

(iii) 'ই', 'উ' ধ্বনির অপিনিহিতি। তারপর অপিনিহিত 'উ' > 'ই'। তারপর এই ধ্বনির লোপ অথবা পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে সন্ধি। আধুনিক বাংলার প্রাক্কালে এই সন্ধিবদ্ধ অপিনিহিত স্বরধ্বনির প্রভাবে পরবর্তী স্বরধ্বনির অভিশ্রুত পরিবর্তন। এই ধ্বনি পরিবর্তনের বিভিন্ন ধাপের উদাহরণ- অপিনিহিত ঃ কালি > কাইল, মারি > মাইর। অপিনিহিত ধ্বনির লোপ ঃ কালি > কাইল > কাল, মাগু > মাউগ > মাগ। অপিনিহিত উ > ই, এবং এই ই ধ্বনির লোপ ঃ ধাতু > ধাউত > ধাইত > ধাত, চাউল > চাইল > চাল। অপিনিহিতি জাত অথবা অন্য দ্বিস্বরের সন্ধি ঃ করিয়া > কইরা > কর‍্যা। সন্ধির অথবা লোপের পর অভিশ্রুতি ঃ করিয়া > কইরা > * করা > কর‍্যা > কোরে।

(খ) সাধু ও চলিত ভাষায় ঢ়-কারের এবং 'ন্হ', 'ম্হ' এই দুই নাসিক্য মহাপ্রাণের মহাপ্রাণতা লোপ। যেমন - বুঢ় > বুড়, আম্মার > আমার।

(গ) পদান্ত অ-কারের ক্রমবর্ধমান লোপ প্রবণতা। যেমন— ভাত > ভাৎ।

(ঘ) '-ইআ' > এ্যা, -এ; -উআ > -ও। যেমন — বানিয়া > বান্যা > বেনে, সাথুয়া > সেথো।

(ঙ) [-ইউ] অন্ত কর্মভাব-বাচ্যের অনুজ্ঞার লোপ।

(চ) [-ইল] এবং [-ইব] অন্ত ক্রিয়াপদের সম্পূর্ণভাবে কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ।

(ছ) 'আছ্' ধাতুর যোগে যৌগিক কালের বহুল প্রয়োগ।

(জ) সংস্কৃত তৎসম শব্দের নামধাতুরূপে ব্যবহার। যেমন— অনুব্রজি, নমস্করিলা, প্রবর্তিতে।

(ঝ) বহু পরিমাণে আরবি-ফারসি, কিছু পরিমাণে তুর্কি এবং শেষের দিকে পর্তুগিজ শব্দের প্রবেশ।

(ঞ) বৈষ্ণব কবিতায় ব্রজবুলি ভাষার ব্যবহার।

আধুনিক বাংলা

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ থেকে বাংলার আধুনিক স্তরের যাত্রারম্ভ। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য—

(ক) লেখার ভাষা মৌখিক ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে সাধু ভাষা রূপে সাহিত্যের একমাত্র বাকরীতি হয়ে দাঁড়াল। অন্ত্যমধ্য বাংলার অনুরূপ লেখ্যভাষা-কথ্যভাষার পদের মিশ্রণ আর থাকল না।

(খ) পশ্চিমবঙ্গের ভাষায় পদমধ্যবর্তী পাশাপাশি দুই স্বর (অপিনিহিত অথবা মৌলিক) সন্ধিবদ্ধ হল এবং শেষ স্বরের পরিবর্তন ঘটল। যেমন — করিয়া > কইর‍্যা > করে, বইস > বস।

(গ) উনিশ শতকে পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষায় সাধারণভাবে স্বরসংগতি প্রতিষ্ঠিত হল। যেমন— জলুয়া (= জলবৎ) > জলো।

(ঘ) সাধুভাষায় যুক্ত ক্রিয়াপদের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। যেমন— দান করা, পান করা, গমন করা ইত্যাদি।

(ঙ) ফারসি 'ব' (Wa)- জাত অব্যয় 'ও' শব্দ পদের এবং বাক্যের সংযোজকরূপে ব্যবহার। যেমন— রাম ও শ্যাম।

(চ) নঞর্থক 'ন' শব্দের সমাপিকা ক্রিয়াপদের আগে না বসে পরে বসা। যেমন— ম.বা.'না জাইহ' > আ.বা.যাইও না।

(ছ) সমাপিকা ক্রিয়াপদের পরিবর্তে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি মাত্র সরল বাক্যরূপে প্রকাশ।

(জ) অষ্টাদশ শতকে প্রচুর আরবি ও ফারসি শব্দ গৃহীত হয়েছিল। উনিশ শতকে তা কমতে শুরু করল এবং ইংরেজি শব্দ ও ইডিয়ম গৃহীত হতে লাগল। এই শতকের গোড়াতেই কয়েকটি ইংরেজি শব্দ বাংলায় এমন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে সেগুলিকে বিদেশী শব্দ রূপে চেনা যায় না। যেমন- আপিল (Appeal),লাট (Lord), লণ্ঠন, বেঞ্চি ইত্যাদি।